তারিখ ..06 NOV 2015...
পৃষ্ঠা ...১... কলাম ...১...

যুগান্তর

আলটিমেটাম মানেনি ৩৯ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

মুসতাক আহমদ

সরকারের বেঁধে দেয়া সময়সীমা সেপ্টেম্বরে শেষ হলেও অদ্যাবধি স্থায়ী ক্যাম্পাসে যায়নি ৩৯টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। এখন নতুন করে সর্বনিম্ন ১ থেকে ৬ বছর সময় চেয়েছে প্রতিষ্ঠানগুলো। অথচ এগুলো কমপক্ষে ৯ বছর থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ ২২ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আইনানুযায়ী ৭ বছরের মধ্যে স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার কথা। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করতে খুব শিগগিরই বৈঠক বসতে যাচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ যুগান্তরকে বলেন, পূর্ণাঙ্গভাবে স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার বিষয়ে সর্বশেষ অবস্থা ইউজিসিকে জানাতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বলা হয়েছে। ইউজিসি এ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য আমাদের জানিয়েছে। আমরা এখন এ নিয়ে শিগগিরই বৈঠকে বসব। আইন মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

স্থায়ী ক্যাম্পাসে না যাওয়ায় আইন অনুযায়ী শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধ হওয়ার কথা

২০১০ সালের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনানুযায়ী একটি বিশ্ববিদ্যালয় দু'ধাপে সর্বোচ্চ ১২ বছর পর্যন্ত অস্থায়ী ক্যাম্পাসে কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে। তবে প্রথম ৭ বছরের মধ্যেই স্থায়ী ক্যাম্পাসে যেতে হবে। যদি কোনো কারণে ব্যর্থ হয়, সে ক্ষেত্রে আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার এর মেয়াদ সর্বোচ্চ ৫ বছর বাড়াতে পারবে। আইনের ১২ ধারা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় স্থায়ী ক্যাম্পাসে গমন ও স্থায়ী সনদ অর্জন করতে না পারলে ওই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী ভর্তি এবং শিক্ষাসংক্রান্ত সব কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়া হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, ৩৯ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে স্থায়ী ক্যাম্পাসে যেতে ২০১০ সাল থেকে তাগিদ দেয়া হচ্ছে। এমনকি এখন পর্যন্ত তিন দফায় আলটিমেটাম দিয়ে ৫ বছর সময় দেয়া হয়। যেটির সময়সীমা সেপ্টেম্বরে শেষ হয়। কিন্তু সরকারের এ নির্দেশনা আর তাগিদকে এসব বিশ্ববিদ্যালয় তেমন একটা পাত্তা নেয়নি। এখানেই শেষ নয়, সর্বশেষ আগস্টে খোদ শিক্ষামন্ত্রী সংশ্লিষ্টদের ডেকে স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার অগ্রগতি জানাতে বলেছেন। প্রথমে কেউই তথ্য দেয়নি। পরে ৩৯টির মধ্যে ২৯টি বিভিন্ন মেয়াদের সময় চাইলেও ১০টি তা (সময়) চায়নি।

দেশে বর্তমানে ৮৪টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে ৫৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়স ৭ বছর পেরিয়েছে। এ ৫৪টির মধ্যে দারুল ইহসান এবং ইবাইস ইউনিভার্সিটির মালিকানা দ্বন্দ্ব রয়েছে। এগুলোর বিষয়ে সরকার কোনো দায়িত্ব নিচ্ছে না। ১১টি বিশ্ববিদ্যালয় পুরোপুরি স্থায়ী ক্যাম্পাসে গেছে। বাকি ৩৯টি স্থায়ী ক্যাম্পাসে পরিপূর্ণভাবে যায়নি।

সম্প্রতি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পরিস্থিতি নিয়ে সংসদে একটি প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। সেখানে বলা হয়েছে, ২ বছর আগে আলটিমেটাম দেয়ার সময়ে বলা হয়েছিল, যেসব বিশ্ববিদ্যালয় ২ বছরের মধ্যে স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাবে না, তাদের সাময়িক সনদ বাতিল করা হবে।

নাম প্রকাশ না করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা জানান, আইনের উল্লিখিত ধারা বলেই আমরা এখন চিহ্নিত বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধ করে দেয়ার চিন্তা-ভাবনা করছি। তবে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে ক্যাটাগরি করা হবে। যে ৫টি বিশ্ববিদ্যালয় ১২ বছর পূর্ণ **বিশ্ববিদ্যালয় : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৬**

বিশ্ববিদ্যালয় : আলটিমেটাম মানেনি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

করেনি, সেগুলো বাদে বাকি ৩৪টিতে শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধ করে দেয়ার চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছে।' মন্ত্রণালয়ে পাঠানো ইউজিসির প্রতিবেদনে দেখা যায়, ৩৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ২টির বয়স ২২ বছর ও ১টির ২০ বছর হয়েছে। ১৯ বছর হয়েছে ৩টির। ২টির বয়স হয়েছে ১৫ বছর। ১৪ বছর হয়েছে ৫টির। ১৩ বছর হয়েছে ৯টির। ১২ বছর হয়েছে ১২টির। ৩টির ১০ বছর এবং ২টির ৯ বছর হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান মোবাইল ফোনে যুগান্তরকে জানান, স্থায়ী ক্যাম্পাসে না যাওয়ার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে এক ধরনের শাস্তি দেয়া হয়েছে। সেটি হচ্ছে— বিভাগ, প্রোগ্রাম/কোর্স এবং অনুষদ অনুমোদন না দেয়া। ২০১৩ সালের ডিসেম্বর থেকে এ শাস্তি বহাল আছে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ইউজিসির পক্ষ থেকে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর তথ্যসহ একটি প্রতিবেদন জমা দিয়েছি। সেখানে প্রত্যেকের স্বনির্ধারিত আমলনামা রয়েছে। এখন কার বিরুদ্ধে কি শাস্তি নেয়া হবে, সে সিদ্ধান্ত মন্ত্রণালয় নেবে। মন্ত্রণালয় যে সিদ্ধান্ত নেবে, আমরা তা বাস্তবায়ন করব।

ইউজিসির প্রতিবেদন : আইনের ৯(১) ধারা অনুযায়ী ঢাকা ও চট্টগ্রামে ১ একর এবং এ দুই শহরের বাইরে অন্যত্র ২ একর জমিতে স্থায়ী ক্যাম্পাস গড়তে হবে। প্রতিবেদনে দেখা যায়, ৩৯টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থায়ী ক্যাম্পাস গড়ার তথ্য দিলেও অনেকেই এ জমির শর্ত পূরণ করেনি। আবার অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়কে জমি কেনার ঢালে পরিণত করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় দেখিয়ে সরকারি জমি লিজ নেয়া হয়েছে। এর বাইরে একাধিক স্থানে জমি কেনার তথ্যও পাওয়া গেছে। এর ফলে একেকটি প্রতিষ্ঠান জমিখেকো বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে।

প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়, ২০ বছর বয়সী আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ (এআইইউবি) স্থায়ী ক্যাম্পাসে যেতে আরও ৩ বছর সময় চেয়েছে। এআইইউবি কুড়িলের জোয়ার সাহারায় ১০ একর জমি কিনেছে। উত্তরার এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের বয়স হয়েছে ১৯ বছর। এ প্রতিষ্ঠান স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার তথ্য জানায়নি।

১৯ বছর বয়সী দি ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক স্থায়ী ক্যাম্পাসের নামে দুটি জমি দেখিয়েছে। এর একটি ঢাকার গ্রিন রোডে। অপরটি পূর্বাচলে। গ্রিন রোডে ৯৯ শতাংশ জমি আছে। এখানে স্থায়ী ক্যাম্পাস করার উদ্যোগ সত্ত্বেও তারা সরকারি প্রকল্প পূর্বাচলে ২ দশমিক ৬৫ একর জমি নিয়েছে। স্থায়ী ক্যাম্পাসে যেতে ১ বছর সময় চেয়েছে।

পিপলস ইউনিভার্সিটির বয়সও ১৯ বছর। নরসিংদীর শিবরে ২ একর জমি কেনার কথা বলেছে কর্তৃপক্ষ। তবে স্থায়ী ক্যাম্পাসে কবে যাবে, সে তথ্যও তারা জানায়নি। ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাড্ডার সাতারকুলে ২ দশমিক শূন্য ৩ একর জমি কিনেছে। ১৫ বছর বয়সী এ বিশ্ববিদ্যালয় স্থায়ী ক্যাম্পাসে যেতে সময় চেয়েছে ২ বছর।

১৪ বছর বয়সী ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি সাভারের বিরুলিয়া এবং ঢাকার বাড্ডায় ৫ দশমিক ৮৫ একর জমিতে স্থায়ী ক্যাম্পাস গড়ার কথা বলছে। এর মধ্যে কোনটি স্থায়ী ক্যাম্পাস— এমন প্রশ্নের জবাবে সেখানকার জনসংযোগ বিভাগের প্রধান আলী সালমান জানান, আমরা হাতিরঝিল-লিংক রোডের মাঝখানে স্থায়ী ক্যাম্পাস করছি। ২০১৮ সাল নাগাদ আমরা সেখানে কার্যক্রম শুরু করব। মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি আওলিয়ায় ৪ দশমিক ৩ একর জমি কেনার কথা জানিয়েছে। ১৫ বছর বয়সী এ প্রতিষ্ঠানটি স্থায়ী ক্যাম্পাসে যেতে আরও ৫ বছর সময় চেয়েছে। ১৪ বছর বয়সী বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি শ্যামলীর আদাবরে প্রায় ১৮৫ শতক জমিতে ক্যাম্পাস বানাচ্ছে। তারা স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার সময় জানায়নি। সমান বয়সী লিডিং ইউনিভার্সিটি সিলেটের বিশ্বনাথে ৫ একর জমিতে ক্যাম্পাস করছে। স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার সময় তারাও চায়নি। একই বয়সের আরেক বিশ্ববিদ্যালয় সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিও স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার বিষয়ে কোনো তথ্য দেয়নি।

ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটির বয়স ১৩ বছর হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে ৩ ভাগে ৫৩ দশমিক ৪৮ একর জমি কেনার তথ্য দিয়েছে। এর মধ্যে আওলিয়া মডেল টাউনে ৮ দশমিক ২৮ একর। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে এক ভাগে ৩৫ একর জমি কেনার প্রক্রিয়া চলছে। এর বাইরে বিশ্ববিদ্যালয়ের আরও ১০ দশমিক ২০ একর লিজকৃত জমি আছে বলেও এতে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া আরও বেশ ক'টি বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন মেয়াদে সময় চেয়েছে।